যোহনের জন্ম ও সখরিয়র ভাববাণী

(John's Birth & Zechariah's Prophecy)

লূক লিখিত সুসমাচার ১ অধ্যায় ৫৭-৮০ পদ

আজ আমরা যোহন বাপ্তাইজকের জন্ম এবং তার ফলস্বরূপ পিতা সখরিয় যে প্রশংসা গান করেছিল, সে বিষয় শিখব। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ঈশ্বর কী করেছেন ও আগামী দিনে কী করতে চলেছেন, তা উপলব্ধি করে সখরিয় এই প্রশংসা গানের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। ঈশ্বর তার বিনতি গ্রাহ্য করে তার পরিবারে পুত্র যোহনকে জন্ম দিয়েছেন, কেবল তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়; কিন্তু সখরিয় বিশ্বাসের এই প্রশংসা গানে মশীহের আগমনের জন্যও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছে। আমরা কী করি? আমাদের জীবনে ঈশ্বর ইতিমধ্যে যা করেছেন, তার জন্য কী তাঁর প্রশংসা করি? অথবা আগামী দিনে তিনি যে সমস্ত বিষয় করতে চলেছেন, তার জন্যও কি আমরা তাঁর গৌরব করি? আসুন, সখরিয়ের সেই প্রশংসা গান পাঠ করার আগে, লূক যোহন বাপ্তাইজকের জন্মের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা দেখি।

ক। যোহন বাপ্তাইজকের জন্ম ও নামকরণ (৫৭-৬৬):

(১) **<u>যোহনের জন্ম</u>:** গাব্রিয়েল দূতের মাধ্যমে ঈশ্বর যে কথা সখরিয়কে জানিয়েছিলেন, সেই কথানুসারে তার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হয়েছিল; এবং সন্তান প্রসবের জন্য স্বাভাবিকভাবে যে সময়ের প্রয়োজন ছিল, তা পূর্ণ হলে, সে পুত্র প্রসব করেছিল। গাব্রিয়েলের কথা মতো (১:১৩, ১৯) সেই সন্তান একটি পুত্র সন্তান। এইভাবে বৃদ্ধাবস্থায় ইলীশাবেৎকে মা হতে দেখে তাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়রা তাদের শুভেচ্ছা জানালো ও তাদের সঙ্গে আনন্দ করল। তারা শুনেছিল ঈশ্বর কীভাবে ইলীশাবেতের প্রতি মহাদয়া প্রদর্শন করেছেন। তাদের চিন্তায় যে ইলীশাবেৎ এতোকাল বন্ধ্যা ছিল, তার সেই অপযশ দূর করে (১:২৫) ঈশ্বর তাকে মা করেছেন। তাই এই সন্তানের জন্মে সখরিয় ও ইলীশাবেৎ যেমন আনন্দিত, তাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়রাও আনন্দিত।

(২) **<u>ত্বকচ্ছেদ ও নামকরণ</u>:** ৫৯ পদে বলা হয়েছে, *"পরে তারা অষ্টম দিনে বালকটির ত্বকচ্ছেদ করতে আসল।"* ইহূদী পরিবারে পুত্র-সন্তান জন্মালে ঈশ্বরের দেওয়া বিধান অনুসারে অষ্টম দিনে তার ত্বকচ্ছেদ করা হত (আদি ১৭:১২; লেবীয় ১২:৩)। এই সংস্কার সাধন করার জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল, সে এসেছে, এবং এই ঘটনার সাক্ষী হতে তার সঙ্গে অন্যরাও এসেছে। বালকটির ত্বকচ্ছেদ করার পর, তারা তার নামকরণ করতে চাইল। অব্রাহামেরও ত্বকচ্ছেদের সময়, আমরা দেখতে পাই তার নিজের (আদি ১৭:৫) এবং তার স্ত্রীর (আদি ১৭:১৫-১৬) নাম পরিবর্তিত হয়েছিল। সেই সময়কার সাধারণ ইহূদী প্রথানুসারে, তারা সখরিয়ের এই পুত্রের নাম তার পিতার নামানুসারে 'সখরিয়' রাখতে চাইল। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছায় ইলীশাবেৎ এক মত নয়; কারণ ৬০ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু তার মা উত্তর করে বললেন, তা নয়, এর নাম যোহন রাখা যাবে।"* ইলীশাবেৎ এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্ততঃ করেনি, কারণ সে জানত যে, ঈশ্বর তাঁর দূতের মাধ্যমে সেই সন্তানের নাম 'যোহন' রাখতে তাদের আদেশ করেছেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, তার স্বামী সখরিয় পূর্বেই তাকে এ বিষয় অবগত করেছিল (সঙ্কেত বা লিপিফলকের সাহায্যে)। এখন 'যোহন' নামটা যে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়, তা নয়, কারণ এই নামের অর্থ 'দয়া বা সুনজর প্রদর্শন করা,' যা অবশ্যই এই পরিবারের প্রতি প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিবেশি ও আত্মীয়দের কাছে এই নাম পছন্দ হচ্ছে না। কারণ, তাদের যুক্তি হল, *"তোমার গোষ্ঠীর মধ্যে কাউকে-ই তো এ নামে ডাকা হয় না"* (৬১ পদ)। যাইহোক, পুত্রের নামকরণের বিষয় তার পিতা যেহেতু শেষকথা বলার যোগ্য, সেইহেতু সঙ্কেতের সাহায্যে তারা সখরিয়কে জিজ্ঞাসা করল, *"আপনার ইচ্ছা কী, এর কী নাম রাখা যাবে?"* (৬২ পদ)। 'যোহন' নামটা নিশ্চয়ই তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু সখরিয় ও ইলীশাবেৎ-এর জীবনে ঈশ্বর যে অলৌকিক কাজ সাধন করেছিলেন, তারা তো তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল– তাদের কি উচিৎ ছিল না, ঈশ্বরের পরাক্রমকে স্মরণ ও স্বীকার করে, তাদের গতানুগতিক চিন্তা বা প্রথাকে অস্বীকার করা? কিন্তু সত্য হল, আমরাও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদেরই অনুসরণ করে চলেছি, আমরা আমাদের নিরাপত্তা-বলয়কে *(safety ring)* স্বস্তির এলাকা *(comfort zone)* ত্যাগ করতে চাই না; সুদীর্ঘ পরম্পরা, রীতি-নীতি বা প্রথাকে অনুসরণ করতে ভালোবাসি, তাদের মূল্যায়ন বা পরিবর্তন করতে চাই না।

যাইহোক, সখরিয় কিন্তু তাদের ন্যায় পরম্পরা বা প্রথা অনুসরণের পক্ষপাতী নয়, সে ঈশ্বরের পরাক্রম দেখেছে, আর তাই সে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে চায়। তাই সখরিয় একটি লিপিফলক চেয়ে নিয়ে, তাতে এই কথা লিখল, ***"এর নাম যোহন"*** (৬৩ পদ)। লক্ষ্য করার বিষয় হল, সখরিয় সেই লিপিফলকে এমন কথা লেখেনি, *"আমরা এর নাম যোহন রাখতে মনস্থ করেছি,"* কিংবা *"তোমরা একে যোহন বলে ডাকবে।"* অর্থাৎ, এই যে সন্তান ঈশ্বরের অলোকিক কাজের দ্বারা জন্ম-গ্রহণ করেছে, তার নামকরণে আমাদের চিন্তা বা পরম্পরা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে; আর ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা গাব্রিয়েল দূতের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তাদের জানিয়েছেন। সখরিয় ও ইলীশাবেতের মধ্যে এমন দৃঢ় নিশ্চয়তার মতের মিল দেখে, তাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়রা অবাক হয়েছিল।

(৩) <u>সখরিয়ের প্রশংসা-গান ও লোকদের বিস্ময়</u>: আর এইভাবে সখরিয় যখন তার ছেলের নাম 'যোহন' রাখল, ***"তখনই তার মুখ ও তার জিভ খুলে গেল, সখরিয় কথা বলল, ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে লাগল"*** (৬৪ পদ)। এর আগে গাব্রিয়েল দূত তাকে বলেছিল, ***"এই সকল যে দিন ঘটবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে, কথা বলতে পারবে না; যেহেতু . . . তুমি বিশ্বাস করলে না"*** (২০ পদ)। বাক্‌শক্তি ফিরে পাবার পর, সখরিয় সবার আগে যে কাজটি করেছিল, তা হল ***ঈশ্বরের ধন্যবাদ***। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, প্রতিজ্ঞাত সন্তানের প্রতিজ্ঞাত নামকরণ করা হয়েছে, প্রতিজ্ঞাকারীর গৌরবকীর্তন করা হল। ফলস্বরূপ, এ সমস্ত বিষয়ের সাক্ষীরা অবাক হয়ে গেল, ঈশ্বর-ভয়ে ভীত হল। কারণ এই ঘটনা তাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস দিয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে উপস্থিত এবং পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে চলেছেন। ঈশ্বরের এই উপস্থিতি ও কাজের উপলব্ধিই ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রমে তাদের ভয়গ্রস্ত করেছিল। সখরিয়ের মুখ থেকে সেই সাক্ষ্য শুনে, তারা উপলব্ধি করেছিল যে, ঈশ্বর যোহনের সহবর্তী, তিনি তাকে ব্যবহার করতে চলেছেন। যত লোক তাদের মাধ্যমে সেই কথা শুনতে পেল, তারা সকলে তাদের হৃদয়ে এর অর্থকে স্থান দিল (৬৬ পদ; আরও ১শমূয়েল ২১:১২; দানিয়েল ৭:২৮; লূক ২:১৯, ৫১)।

খ। সখরিয়ের ভাববাণী (৬৭-৭৯ পদ): ঈশ্বরের মহা-পরাক্রমের সাক্ষী সখরিয় বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছে। ৬৭ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন তার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হল, এবং ভাববাণী বলল।"*** এই ঘটনা বিশ্বাসী আমাদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কারণ, যে সখরিয় গাব্রিয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা শুনে, সেই কথায় সন্দেহ বা অবিশ্বাস করেছিল; নিষ্ঠুর বাস্তবের কাছে যার ঈশ্বর-ভয় পরাজিত হয়েছিল, সেই সখরিয়কে আমরা ফিরে আসতে দেখছি। কিছু সময়ের শাসন ভোগ করার পর, সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ভাববাণী বলেছিল। একইভাবে, বিশ্বাসী আমরাও অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যর্থ হতে পারি, কিন্তু আমাদের জীবনে সেই ব্যর্থতাই শেষ কথা নয়। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা ও অনুগ্রহে পুনরায় আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনেন। ৬৮-৭৯ পদে সখরিয় যে প্রশংসা গান করেছে বা ভাববাণী বলেছে, তার মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ আমাদের চোখে পড়ে: (১) দায়ূদের কুলে পরিত্রাণের শৃঙ্গের আগমন (৬৮-৭৫) এবং (২) যোহন বাপ্তাইজকের কাজ (৭৭-৭৯)।

(১) দায়ূদের কুলে পরিত্রাণের শৃঙ্গের আগমন (৬৮-৭৫ পদ): সখরিয় তার এই প্রশংসাগান বা ভাববাণী ঈশ্বরের গৌরব করে শুরু করেছে, ***"ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর।"*** এইভাবে তাঁর প্রশংসা করার দুটি কারণের কথা সখরিয় বলেছে, **অ) কারণ তিনি তত্ত্বাবধান করেছেন**, এবং **আ) নিজ প্রজাদের জন্য মুক্তি সাধন করেছেন**। এখানে তত্ত্বাবধানের জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা মথি ২৫:৩৬ পদেও ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, ***". . . পীড়িত হয়েছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করেছিলে।"*** ইস্রায়েল সন্তানরা যেমন মিশরে দাস্যকর্ম হেতু ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করলে, ঈশ্বর তাদের তত্ত্ব নিয়েছিলেন (যাত্রা ২:২৫); ঠিক তেমনই ঈশ্বর তাঁর চুক্তিবদ্ধ জাতিকে সর্বদা রক্ষা করেছেন, তাদের ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন।

কেবল তত্ত্বাবধান নয়, ঈশ্বর যেমন মিশরের দাসত্ব

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে তাঁর প্রজাদের মুক্ত করেছিলেন, ঠিক তেমনই, তিনি তাঁর সন্তানদের মুক্তির জন্য পরিকল্পনা করেছেন, এবং তাদের মুক্ত করতে চলেছেন। কিন্তু সখরিয় এখানে কোন্ মুক্তির কথা বলেছে? রাজনৈতিক মুক্তি, তথা রোমীয় পরাধীনতা থেকে মুক্তি কি? কারণ সেই সময় সমস্ত ইস্রায়েল সেই মশীহের অপেক্ষায় ছিল, যিনি তাদেরকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবেন। ৭১ পদে বলা হয়েছে, তিনি (মুক্তিদাতা ঈশ্বর) ***"আমাদের শত্রুদের থেকে ও যারা আমাদের দ্বেষ করে, তাদের সকলের হাত থেকে পরিত্রাণ করেছেন।"*** কিন্তু প্রশ্ন হল : এই সমস্ত শত্রু বা দ্বেষকারী কি রাজনৈতিক, না আধ্যাত্মিক? এখন, এর উত্তর আমরা ৭৭ পদে পাই, যেখানে বলা হয়েছে, ***"তাঁর প্রজাদের পাপমোচনে তাদেরকে পরিত্রাণের জ্ঞান দেবার জন্য।"*** আবার ৭৪ পদে বলা হয়েছে, ***" . . . নির্ভয়ে ও সাধুতায় তাঁর আরাধনা করতে পারব।"*** আর ৭৯ পদে বলা হয়েছে, ***"আমাদের চরণ শান্তিপথে চালাইবার জন্য।"*** এই সমস্ত পদের প্রেক্ষপটে আমরা উপলব্ধি করি যে, সখরিয় ৬৮ পদে যে ***'মুক্তির'*** কথা বলেছে, তা মূলতঃ আধ্যাত্মিক।

যাত্রা ৬:৬ পদে, ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা বলতে সদাপ্রভু মোশিকে বলেছিলেন, ***"আমি ইয়াওয়ে, আমি তোমাদেরকে মিস্রীয়দের ভারের নিচ থেকে বের করে আনব, ও তাদের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহু ও মহৎ শাসন দ্বারা তোমাদেরকে মুক্ত করব।"*** হ্যাঁ, মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েলীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই, ৬৯ পদানুসারে তিনি ***"আমাদের জন্য আপন দাস দায়ূদের কুলে পরিত্রাণের এক শৃঙ্গ উঠাইয়াছেন।"*** লক্ষ্য করার বিষয় হল, তাঁর সন্তানদের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য যে পরিত্রাণের শৃঙ্গকে তিনি উঠাতে চলেছেন, তিনি এখনও পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। কিন্তু বিশ্বাসের চোখে, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় সখরিয় সেই ঘটনার নিশ্চয়তাকে দেখতে পেয়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে ঈশ্বর যা করতে চলেছেন, তার জন্য ঈশ্বরের গৌরব করেছে।

এখানে মুক্তিকর্তা, তথা মশীহকে ***পরিত্রাণের এক শৃঙ্গ*** *(horn)* বলা হয়েছে। এই রূপকের দ্বারা মশীহের ক্ষমতা ও শক্তির কথা বলা হয়েছে। কারণ শৃঙ্গ হল ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক; সেই সময়কার প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যে *(Ancient Near East)* যে সমস্ত পশু পাওয়া যেত, তাদের মধ্যে শক্তিশালী সমস্ত পশুর শিং ছিল (ষাঁড়, পাঁঠা; ১রাজা ২২:১১; গীত ২২:২১; ৭৫:৫; দানিয়েল ৮:৫-৭)। এই সময় আাবার, আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসাবেও এর ব্যবহার হত। অর্থাৎ, সখরিয়ের এই ভাববাণী অনুসারে আগত মশীহ প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। এখন পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক শক্তিশালী যোদ্ধা বা বীর আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা তাদের শত্রুদের পরাজিত করে, নিজের প্রজাদের উদ্ধার করেছেন, স্বস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আগত মশীহ, তথা যীশু খ্রীস্টই হলেন সেই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি তাঁর সন্তানদেরকে তাদের সর্বোত্তম শত্রু, তথা পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করতে চলেছেন; তাঁর আগে বা তাঁর পরে এমন কোনও শক্তিশালী যোদ্ধা নেই, যিনি এই কাজ করার অধিকারী। আর এই কারণেই তাঁকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হতে হবে– নিখুঁত জীবন যাপনের শক্তি, পিতার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পালনের ক্ষমতা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য জীবন যাপনের ক্ষমতা। একমাত্র যীশুই ছিলেন এ সমস্তের অধিকারী, আর তাই তিনি তাঁর সেই জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে যে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন, তার দ্বারা আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়েছি।

কিন্তু খ্রীস্ট তা কেন করেছেন? ৭২ পদে এর দুটি উত্তর দেওয়া হয়েছে, **অ) আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দয়া করবার জন্য**, এবং **আ) নিজের পবিত্র নিয়ম (চুক্তি) স্মরণ করার জন্য**। প্রথমত, আমরা কেউই আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার যোগ্য নই, আমরা আমাদের পাপের কারণে সকলেই বিনষ্ট হবার যোগ্য। কিন্তু আমাদের প্রতি **তাঁর ভালোবাসা ও দয়ার কারণেই** তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে এই কাজ করেছেন। তাই তাঁর পুত্রের দ্বারা সাধিত প্রায়শ্চিত্তের শুভফল, আমরা কেবল বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারি, তা লাভ করার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (আদি ১২:১-৩); আবার তিনি অব্রাহামের কাছে শপথ করেছিলেন, ***"আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে নির্ভয়ে সাধুতায় ও ধার্মিকতায় তাঁর আরাধনা করতে পারব, তাঁর সামনে যাবজ্জীবন করতে পারব"*** (৭৩-৭৫ পদ; আদি ২২:১৫-১৮; ইব্রীয় ৬:১৩-১৮)। হ্যাঁ, মশীহ যে মুক্তি তাঁর সন্তানদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দিয়েছেন, তার মধ্যে সবথেকে বড় আশীর্বাদ হল ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভের পূর্বে আমাদের প্রয়োজন পাপ থেকে মুক্তি। আর এটি হল এমন কাজ, যা আমরা কখনও অর্জন করতে পারি না, তাই ঈশ্বর মশীহকে পাঠাতে চলেছেন, আর তাই সখরিয় বিশ্বাসে তা দেখে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছে।

(২) যোহন বাপ্তাইজকের কাজ (৭৬-৭৯ পদ): ৭৬-৭৭ পদে সখরিয় ভাববাণী করে বলেছে, *"আর হে বালক, তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলে আখ্যাত হবে, কারণ তুমি প্রভুর সামনে চলবে, তাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্য। তাঁর প্রজাদের পাপমোচনে তাদেরকে পরিত্রাণের জ্ঞান দেবার জন্য।"* পরিত্রাণের শৃঙ্গের জন্য পথ প্রস্তুতকারী হয়ে ঈশ্বর যোহনকে প্রেরণ করেছেন। যোহনের কাজ হল যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করা (যিশা ৪০:৩; মালাখি ৩:১; মথি ৩:৩)। যদিও যোহন লোকদের পরিত্রাণ করতে পারে না; কিন্তু যীশু যে পরিত্রাণ আনতে চলেছেন, সেই পরিত্রাণের বিষয় লোকদের মনে জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে। আমাদের পাপ ও অপরাধ যে কতোখানি গুরুতর, তা যদি-না আমরা উপলব্ধি করি, আমরা সেই পাপ থেকে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি না (রোমীয় ৭:২৪-২৫)। যোহন ঠিক এই কাজটিই করতে চলেছে, লোকদের কাছে পাপমোচন তথা মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে চলেছে (মথি ৩:৭-১২)। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের পরিত্রাণ করার ক্ষমতার অধিকারী। যোহনকে তিনি আমাদের মধ্যে পরিত্রাণের জ্ঞান দেবার জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চলেছেন। আবার সেই কাজ করার জন্য ঈশ্বরই তাঁকে প্রয়োজনীয় শক্তি ও জ্ঞান দিতে চলেছেন। আর এই পরিত্রাণের উপায় পুরাতন বা নতুন, উভয় নিয়মেই এক: অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে (আদি ১৫:৬; যিশাইয় ৫৫:১; ইফিষীয় ২:৬, ৮)। আবার এই পরিত্রাণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা শারীরিক নয়। এই পরিত্রাণ হল পবিত্র ঈশ্বর ও পাপী মানুষের মধ্যে সম্মেলন, সেই মুক্তিদাতার প্রায়শ্চিত্ত কাজের মাধ্যমে, যাঁর অগ্রদূত হয়ে যোহন বাপ্তাইজক প্রেরিত হয়েছে। যোহনের কাজের বিষয় ভাববাণী করতে গিয়ে সখরিয় জগতের মানুষের জীবনে তার কাজের কথা বলেছে, *"যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে আছে, তাদের উপরে দীপ্তি দিতে, আমাদের চরণ শান্তিপথে চালাতে"* (৭৮-৭৯ পদ)। যোহন ১:৫-৯ পদে, জগতের জ্যোতি (যোহন ৮:১২) যীশু খ্রীস্টের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে যোহন বাপ্তাইজককে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্ধকারের মানুষদের জীবনে একমাত্র খ্রীস্টই পারেন আলো যোগাতে। তাই, সেই আলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, মানুষদের প্রস্তুত করতে ঈশ্বর যোহন বাপ্তাইজককে পাঠিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে, আজ যারা পাপের অন্ধকারের জীবন যাপন করছে, তাদের কাছে জীবনের আলো পৌঁছাতে ঈশ্বর বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে যোহনের ন্যায় ব্যবহার করতে চান। পরিত্রাণের শৃঙ্গ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু এখনও অনেক লোক অন্ধকারে আছে। প্রভুর জন্য তাদের প্রস্তুত করতে, তাদের অন্ধকারের মধ্যে খ্রীস্টের জ্যোতি প্রকাশ করতে, তিনি আমাদের এক একটি মোমবাতি হতে বলেন। আমরা কি সেই দায়িত্ব বিশ্বাসে পালন করে চলেছি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com